দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 AUG 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

071

শিক্ষাঙ্গন

স্নাতক রেফার্ড পরীক্ষা

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পেয়ে এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে কর্তৃপক্ষ রেফার্ডের ব্যবস্থা রেখেছেন। যাতে শিক্ষার্থী অকতৃকার্য হওয়া বিষয়টিতে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে পাস করার মাধ্যমে ডিগ্রীর সনদ নিতে পারে। আর রেফার্ডের মাধ্যমে প্যাস করার শাস্তিস্বরূপ তাদের কোন বিভাগ বা শ্রেণী দেয়া হয় না। যেহেতু রেফার্ড পরীক্ষায় পাস করলে কোন শ্রেণী বা বিভাগ দেয়া হয় না সেহেতু 'রেফার্ড পরীক্ষা' ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলোকে যথা সময়ে রেফার্ড পরীক্ষা নিলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলোতে এক বছর পর অর্থাৎ পরবর্তী ডিগ্রী পরীক্ষার সাথেই নেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা রেফার্ড পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে যেমন অনেক সময় পিছিয়ে যাচ্ছে তেমনি তাদের একটা সেসন খসে যাচ্ছে। অর্থাৎ সে বছর তারা মাস্টার ডিগ্রীতে ভর্তি হতে পারছে না।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে রেফার্ডে যদি শুধু পাস সার্টিফিকেট দেয়া হবে তাহলে এক সেশন নষ্ট করা হবে কেন? অথবা এক সেসন যদি পিছিয়ে যেতে হবে তবে রেফার্ড শুধু 'পাস' সার্টিফিকেটে দেয়া হবে কেন?

কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন—রেফার্ড পরীক্ষায় কতৃকার্যদের প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী 'শ্রেণী' বা 'বিভাগ' দেয়া হোক—নতুবা ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দু'মাসের মধ্যে রেফার্ড পরীক্ষা নিয়ে মাস্টার ডিগ্রী ভর্তির দরখাস্ত আহবানের আগে রেফার্ডের ফল প্রকাশ করা হোক যাতে ছাত্র-ছাতরীদের একটা সেসন নষ্ট না হয়।

—মোহাম্মদ তারেক সরকার